মঙ্গলবার, ২৪ পৌষ, ১৪২৪
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১৪

শেষ পৌষের জমাটি শীত উপভোগ করছে মানুষ

২০১৭ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়া প্রবল গরমে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়। সঙ্গে ছিল ডেঙ্গুর মশাদের উপদ্রব ও কামড়। জুন মাস থেকে শুরু হল আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী বৃষ্টিপাত। তবে আশানুরূপ নয়। কিন্তু দফায় দফায় বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এল নিম্নচাপের প্রভাবে। তার রেষ চলেছে, পুজোর পর। আর এই নিম্নচাপের প্রভাবেই বাধা প্রাপ্ত হয়েছে উত্তরে হাওয়া কার্যত বর্ষ শেষের কয়েকদিন আগে পর্যন্ত। ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করে বড়দিনের মুখে, এখন তো শীতলতম দিন। এটাই প্রকৃতির বৈচিত্র। গরমকালে গরম, বর্ষায় বর্ষা, শীতে ঠান্ডা এটাইতো প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে তা এলোমেলো হয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে। এবার তো ডিসেম্বরে অনেকে শীতের জামা-কাপড় সযত্নে বাক্সে তুলে রেখেছিলেন। কিন্তু নতুন ইংরেজি বছর শুরু হতেই ঠান্ডার প্রকোপ। উত্তরের ঠান্ডা হাওয়ায় শহর কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি কাঁপছে। বলা দরকার সব দিক থেকে এমন ঠান্ডা পড়া দরকার। মানুষের জীবন যাত্রায় কড়া ঠান্ডা বা হাড় কাঁপানো শীতের প্রয়োজন রয়েছে।

তবে এবার শেষ পৌষের জমাটি শীত উপভোগ করছে মানুষ। রবিবার কলকাতায় তাপমাত্রা ছিল ১০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস সোমবার তা কমে হয়েছে ১০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রবল শীতে শুধু শহর কলকাতা নয়, জবুথবু দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাও। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঠান্ডা আরও বাড়বে। এর কারণ কাশ্মীর থেকে শৈত্যপ্রবাহ ঢুকছে এ রাজ্যে। আরও কয়েকদিন এটা চলবে। এমন শীতের প্রয়োজন রয়েছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য এতে ঠিক থাকবে। প্রকৃতির এই নিয়ম।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

এঁরা, জাহাজের মত, নিজেও পারে যান, আবার অনেকে লোককে পার করে নিয়ে যান।"

ঠাকুর এইরূপে কি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন? বলিতেছেন—

পরমহংস—নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী। ঠাকুরের ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি—নিত্যলীলাযোগ

"পরমহংস----নিরাকারবাদী আবার সাকারবাদী। নিরাকারবাদী যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী। এঁরা আপ্তসারা—নিজের হলেই হল।

"ব্রহ্মজ্ঞানের পরও যারা সাকারবাদী তারা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি নিয়ে থাকে। যেমন কুম্ভ পরিপূর্ণ হল, অন্য পাত্রে জল ঢালাঢালি করছে।"

"এরা যে সব সাধনা করে ভগবানকে লাভ করেছে, সেই সকল কথা লোকশিক্ষার জন্য বলে—তাদের হিতের জন্য। জলপানের জন্য অনেকে কষ্টে কূপ খনন করলে—ঝুড়ি কোদাল লয়ে। কূপ হয়ে গেল, কেউ কেউ কোদাল, আর আর যন্ত্র কূপের ভিতরেই ফেলে দেয়—আর কি দরকার! কিন্তু কেউ কেউ কাঁধে ফেলে রাখে, পরের উপকার হবে বলে।"

"কেউ আম লুকিয়ে খেয়ে মুখ পুঁছে! কেউ অন্য লোককে দিয়ে খায়----লোকশিক্ষার জন্য আর তাঁকে আস্বাদন করবার জন্য। 'চিনি খেতে ভালবাসি'।"

"গোপীদের ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা ব্রাহ্মজ্ঞান চাইত না। তারা কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে, কেউ দাসীভাবে ঈশ্বরকে সম্ভোগ করতে চাইত।" *(ক্রমশ)*

দিনপঞ্জিকা

২৪ পৌষ, ভাঃ ১৯ পৌষ, **৯ জানুয়ারি**, ২৪ পুহ, সংবৎ ৮ মাঘ বদি, ২১ রবিঃ সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৫, সূর্য্যাস্ত ৫।৪। **মঙ্গলবার**, অষ্টমী রাত্রি ঘ ৮।৫৪ মিঃ। হস্তানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৫৩ মিঃ। অতিগণ্ডযোগে দিবা ঘ ১০।৪৭ মিঃ। বালবকরণ, দিবা ঘ ৯।০ গতে কৌলবকরণ, রাত্রি ঘ ৮।৫৪ গতে তৈতিলকরণ। **জন্মে**- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, প্রাতঃ ঘ ৬।৫৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ঘ ৭।১১ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। **মৃতে**- একপাদদোষ। বারবেলাদি ঘ ৭।৪৫ গতে ৯।৫ মধ্যে ও ১।৪ গতে ২।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ঘ ৬।৪৪ গতে ৮।২৫ মধ্যে। **যাত্রা** - নাই, রাত্রি ঘ ৭।১১ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ঈশানে ও বায়ুকোণে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৮।৫৪ গতে পুনঃযাত্রা নাই। **শুভকর্ম** - নাই। **বিবিধ**- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ৮।৫৪ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। রাত্রি ঘ ৭।১১ মধ্যে চন্দ্রগন্ধা। মাংসাষ্টকাশ্রাদ্ধ। রাত্রি ঘ ৮।৫৪ মধ্যে পূথ্যতরা গঙ্গাস্নান। **অমৃতযোগে** - দিবা ঘ ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ১১।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৪৪ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।১০ মধ্যে ও ১।৫৭ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৫।৩০ গতে ৬।২৫ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ** - রাত্রি ঘ ৭।৪৪ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৪ পৌষ, ভাঃ ১৯ পৌষ, **৯ জানুয়ারি**, ২৪ পুহ, ২১ রবিঃ সানি, উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৪ মঙ্গলবার, অষ্টমী রাঃ ঘঃ ৮।৫৪।

মাদককে 'না' বলুন
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

মণিপুরের ইরম শর্মিলা চানু বস্তুত সৃষ্টি করেছেন এক অভূতপূর্ব ইতিহাস

আপাতদৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার জয় হল

হরিহর স্বরূপ

আফস্পা (এএফএসপিএ) আইন বিরোধী আন্দোলনকারী মণিপুরের ইরম শর্মিলা চানু ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। ১৬ বছর ধরে তিনি অনশন করে গিয়েছেন। আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ারস অ্যাক্ট (এএফএসপিএ) বাতিল করার দাবিতে। গত মঙ্গলবার (২৬ জুলাই) সেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে তিনি সবাইকে চমকে দিয়েছেন। সঙ্গে জানিয়েছেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। যদি সবকিছু তাঁর পরিকল্পনা মাফিক চলে, তাহলে তিনি বিয়েও করবেন গোয়াবাসী বৃটিশ বয়ফ্রেন্ডকে।

৪৪ বছরের চানু এমন এক আইন বাতিলের জন্য আন্দোলন করছিলেন, যার সাহায্যে সেনাবাহিনী কোনওরকম ওনানি বা বিচারব্যবস্থা থেকে ছাড় পেয়ে থাকেন। কিন্তু, মঙ্গলবার তিনি জানিয়েছেন, 'এই লড়াই ছিল একাকীত্বে ভরা, বিফল। দৃষ্টিভঙ্গি বদল করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কারণ আমি সাফল্য দেখতে চাই।' নাকে তখনও লাগানো প্রশাসনের খাবারের নল নিয়ে তিনি বলেছেন, এই ১৬ বছরের যাত্রাপথে দৃশ্যত কোনও পরিবর্তন চোখে পড়েনি। কেবল নিয়মমাফিক বন্দিজীবনে ফেরা ছাড়া। উল্লেখ্য, নিজে না খেলেও প্রশাসন ওই নাকে লাগানো নল দিয়েই চানুর শরীর খাদ্য সরবরাহ করে গিয়েছে। ৯ আগস্ট তিনি স্বেচ্ছায় খাদ্যগ্রহণ করবেন। খাতায় কলমে বিশ্বের দীর্ঘতম অনশনের অবসান ঘটবে। তারপর নির্দল প্রার্থী হিসাবে আগামী বছরে হতে চলা রাজ্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্যোগ নেবেন। তাঁর জয় সেখানে নিশ্চিত। প্রসঙ্গত, মণিপুরে তাঁর বাড়ির কাছে বাসস্টপে ১০জনকে সেনাবাহিনী গুলি করে মেরেছে বলে অভিযোগ তুলে ২০০০ সালে চানু অনশন শুরু করেন।

বিতর্কিত ওই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে। যে আইন বলে সেনাবাহিনী যে কোনও জায়গায় চালাতে পারে তল্লাশি, ঢুকতে পারে যে কোনও ঠিকানায়, গুলি করতে পারে নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্ত বদল করার পর অন্তত চার থেকে ছয় সপ্তাহ পরে চানু স্বাভাবিক খাদ্যগ্রহণ করতে পারবেন। কারণ, প্রায় ১৬ বছর তিনি তরল খাদ্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। যে খাদ্যে মেশানো থাকত তরল স্নেহপদার্থ ও প্রোটিন। নাকে লাগানো নল দিয়ে যা তাঁর শরীরে প্রবেশ করানো হত। স্বাভাবিক জীবনে ফেরার পর প্রথমে তাঁকে তরল খাদ্যই দেওয়া হবে। তারপর দেওয়া হবে কিছুটা তরল মন্ড জাতীয় খাদ্য। এই পর্বের পর পুরোদস্তুর স্বাভাবিক খাদ্য দেওয়া হবে। ১৬ বছর ধরে চলা অনশন দুম করে থামিয়ে দেওয়ার এমন সিদ্ধান্ত সবাইকে অবাক করে দিয়েছে।

এমনকি তাঁর পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠজনেদেরও। তাঁর বড়ভাই সিংহজিৎ আগাংগোড়া এই আন্দোলনে পাশে থেকেছেন। তিনি বলেছেন, চানু অনশন প্রত্যাহার করছে, এমনটা তাঁরও জানা ছিল না। নিজের শরীর খারাপ থাকায় কয়েকদিন তিনি বোনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেননি। এই অবস্থায় অন্যদের থেকে তিনি এই সংবাদ জেনেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই আন্দোলনের প্রথম দিকে নিয়মিতভাবে চানুকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। যাতে অনশন সে বন্ধ করে। কিন্তু, কখনও তাতে পাত্তা দেয়নি। কিন্তু, বোন গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে তিনি হাল ছেড়ে দেন। কিন্তু, জানিয়েছিলেন, এই লড়াইয়ে তিনি বোনের পাশেই থাকবেন। কেন তিনি অনশন ভঙ্গ করলেন, তার কারণ সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত নন।

তাঁর সহযোগীরা বলছেন, সম্ভবত তাঁর বয়ফ্রেন্ড এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু, সরকার তাঁর ও সাধারণ মানুষের বক্তব্যে কান না দেওয়ার তিনি হতাশ। সেই কারণেই হয়তো তিনি অনশন প্রত্যাহার করে সক্রিয় রাজনীতিতে আসতে চাইছেন। যদিও তাঁর লক্ষ্য থাকছে একই। আফস্পা প্রত্যাহার তথা বাতিল করা। ১৯৭২ সালের ১৪ মার্চ জন্মগ্রহণ করেছিলেন চানু। তাঁরা নয় ভাইবোন। শিক্ষার্থী হিসাবে আদৌ ভাল ছিলেন না। ডাক্তার হওয়ার বাসনা থাকলেও দ্বাদশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। জীবনে পিতার প্রবল প্রভাব রয়েছে। তাঁর কথায়, ছেলেমেয়েদের বড় করার ব্যাপারে বাবা ছিলেন বেশ কড়া। কিন্তু, বাড়াবাড়ি করতেন না। কখনও সখনও নিজের সাইকেলে তুলে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতেন। যাওয়ার পথে নানারকম গল্প শোনাতেন।

চানু তথা শর্মিলা ২০০৭ সালে মানবাধিকার রক্ষার জন্য সম্মানজনক পুরস্কার পান। ২০১০ সালে এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন থেকে পান 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট' পরস্কার। ওই বছরেই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট থেকে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিস অ্যাওয়ার্ড। সেই তিনি মনে করেন, কংগ্রেস বা বিজেপি কোনও সরকারই তাঁর প্রতিবাদকে গুরুত্ব দেয়নি। পাঁচ সদস্যের জীবন রেড্ডি কমিটি আফস্পা পুনর্বিবেচনা করে আরও মানবিক আইন আনার জন্য সুপারিশ করলেও তাতে সাড়া মেলেনি। এই প্রসঙ্গে ওমর আবদুল্লা এবং চিদাম্বরমের বক্তব্য ছিল, বহু বছর আগেই আফস্পা বাতিল হওয়া উচিত ছিল। রাজনৈতিক দলগুলির দরকারি সাহস ও ইচ্ছা থাকলে, তা বাস্তবায়িত হতে পারত।

তবে শর্মিলার এমন সিদ্ধান্তের ভাল দিক হল, আইন ও শৃঙ্খলার ব্যর্থতা এবং তাঁর সবকিছুতেই দোষ দেখার মনোভাব সত্ত্বেও, সেই তিনিই রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা দেখালেন। সাধারিদে স্কুল কিশোরী হিসাবে যে লড়াই তিনি ১৬ বছর আগে শুরু করেছিলেন, যে মনে করেছিল এক সপ্তাহের মধ্যে সবকিছু বদলে যাবে, সেই তিনিই স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আস্থানিবেদন করার মতো স্থিতিস্থাপক মনোভাবের পরিচয় দিলেন। তাই অনশন ভঙ্গটাই কেবল বিস্ময়কর নয়, বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখাটাও একইরকম প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।

শর্মিলার নেওয়া সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় আরেকটি দিক আছে। যা দ্ব্যর্থবোধক। তিনি বিয়ে করতে চান বলে জানিয়েছেন। স্বাভাবিক জীবনে ফেরা প্রসঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়টি একটি দিক হলে, বিয়ে করার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ এমন এক বাজি, যা স্বাভাবিক চাহিদা। বস্তুত, বিগত ৫০ বছর ধরে মণিপুর এমনই এক স্বাভাবিক জীবন চাইছে।

তবে শর্মিলার অনশনে সমাপ্তি কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য নয়া চ্যালেঞ্জের সূত্রপাত হতে পারে।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

পণ্য ও পরিষেবা কর বিলকুল বদলে দিতে পারে ভারতীয় অর্থনীতির ভোল

ড. রণজিৎ মেহতা

পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করতে উঠে পড়ে লাগার দরুন গোড়াতেই সরকারকে তারিফ জানাতে হয়। সংবিধান সংশোধন বিধেয়ক (বিল) পাস এবং মডেল GST আইন প্রকাশ থেকে **স্পষ্ট** ইঙ্গিত মেলে যে পণ্য ও পরিষেবা কর দ্রুত রূপায়ণে সরকার অটল। দেশকে কারখানার অন্যতম মূলকেন্দ্র (Manufacturing Hub) হিসেবে গড়ে তোলার জন্য 'ভারতে বানাও' (Make in India) কর্মসূচি সরকারের এক তেড়েফুঁড়ে লাগা নীতিগত উদ্যোগ। দেশের বিপুল সংখ্যক যুবাদের কাজের সুযোগ করে দেবে এই কর্মসূচি। ভারতকে কলকারখানার অন্যতম মূলকেন্দ্রে পরিণত করতে হলে বিদেশি লগ্নিকারী ও সংস্থাগুলিকে এদেশে লগ্নিকারী ও সংস্থাগুলিকে অনুকূল বাতাবরণ আছে দেখানোটা অত্যাবশ্যক। স্বাচ্ছন্দ্যভাবে ব্যবসা, বিশেষত কলকারখানার ক্ষেত্রে এক বড় সমস্যা হচ্ছে অনিশ্চিত পরিবর্তনপ্রবণ পরোক্ষ কর ব্যবস্থা।

এখনকার বহু-স্তরীর কর কাঠামোর কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি পৃথকভাবে শুল্ক বসায়। এর ফলে বেড়ে যায় করের পরিমাণ। আছে করের বিভিন্ন হার। আয়কর, পরিষেবা কর, কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর, উৎপাদন শুল্ক ইত্যাদি কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত। রাজ্যস্তরে আছে মূল্য যুক্ত কর (VAT) বা বিক্রয় কর, চুক্তি কর, সম্পত্তি কর, কৃষি কর ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব গাদাগুচ্ছের করের দরুন ভারতীয় পণ্যে বাড়ে শুল্কের বোঝা। ফলে জিনিসের দাম যায় বেড়ে। দেশ ও বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্য প্রতিযোগিতার মার খায়।

এই সমস্যা কাটাতে পণ্য ও পরিষেবা করের জন্য সংবিধান সংশোধন বিধেয়ক এ বছর সংসদে পাস হওয়ার পর (রাজ্যসভায়) ও আগস্ট ও লোকসভায় ৮ আগস্ট) রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়েছে। অর্ধেকের বেশি রাজ্য আইনসভাও দিয়েছে সম্মতি। পণ্য ও পরিষেবায় কেন্দ্র এবং রাজ্যের যাবতীয় কর তুলে দিয়ে ২০১৭-র এপ্রিলের মধ্যে GST আইন বলবত করতে ভারত সরকার বদ্ধপরিকর। ভারতের মতো এক বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিশাল ও জটিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এটা করা মুখের কথা নয়। কেন্দ্র, ২৯ রাজ্য ও ৭-টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধনের জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে তুলতে হয়েছে। নতুন কর ব্যবস্থায় প্রভাব পড়বে ৭৫ লক্ষ সম্ভাব্য করাপ্রদায়ী সংস্থার ওপর। কর ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি জোগাড়করতে হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের কর ইতিহাসে সম্ভবত এটা অভূতপূর্ব।

GST নিয়ে দেশের এই অগ্রগতি কখনও সখনও আমরা ততটা তারিফ করে উঠতে পারিনি। এই করের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে কৃতিত্ব দেওয়া উচিত। এই ঐতিহাসিক সুযোগ সমবেতভাবে কাজে লাগানোর এটা মোক্ষম সময়, কেন না GST অবশ্যই ভারতীয় অর্থনীতিকে আরও উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে।

এখন এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি ভারত। স্বাধীন হওয়া ইস্তক GST সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর সংস্কারও বটে। ভারতের জট পাকানো গুচ্ছের কর, শুল্ক, সেস বা উপকর ও অধিকর বা সারচার্জকে GST একটি মাত্র করের ছাতার তলায় আনছে। আশা করা যায়, কর ব্যবস্থার ঝঞ্ঝাট কমবে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পণ্য চলাচল হবে অবাধ, কর ফাঁকি দমন হবে, রাজস্ব আয় বাড়বে, উন্নয়নে আসবে জোয়ার, ভারতে লগ্নি ও ব্যবসা করা আরও সহজ হবে। প্রায় যাবতীয় পণ্য তথা পরিষেবা এই করের আওতায় আসার দরুন GST-র দৌলতে করভিত্তি ব্যাপক হবে বলে আশা করা যায়। ভারতে এক অভিন্ন বাজার (Common market) গঠন এবং পণ্য ও পরিষেবায় করের বোঝা কমানোর মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতির সংস্কারে আমূল পরিবর্তন আনবে GST। কর কাঠামো, কর হিসেব, কর মেটানো ইত্যাদিতে প্রভাব ফেলে তা চলতি পরোক্ষ কর ব্যবস্থা আগাপাশতলা ঢেলে সাজাবে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রায় সবদিকে GST-র এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে; যেমন—পণ্য ও পরিষেবার দাম নির্ধারণ, তথ্য প্রযুক্তি, হিসেবপত্তর (Accounting)। সাদে কি আর GST বিলকে স্বাধীন ভারতে এক অনন্য সংস্কার ব্যবস্থা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে!

এখন রাজ্যে রাজ্যে করের হার পৃথক। GST এতে সমতা আনবে। পরিযোজন করের জন্য ক্রেডিট দেওয়ার মাধ্যমে এসব করের দরুন দাম বাড়া রুখবে। করের এক অভিন্ন পদ্ধতিতে উপকার হবে শিল্পের। গ্রাহক কম দামে জিনিস পাবে বলে আশা করা যায়। GST-র সুবাদে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়বে ২ শতাংশের মতো।

(GSTথেকেলাভ)

* পণ্য ও পরিষেবা কর ভারতের অর্থনীতিকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী যেমন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দেশের উন্নয়ন ও গরিবি হটাতে GST মারফত সম্পদ জোগাড় বাড়বে। কর ভিত্তির ব্যাপকতা বাড়ার দৌলতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মোট আয় বৃদ্ধি পাবে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের মতো বড়ো ভোগী রাজ্যগুলির কর বাবদ আয় বেড়ে যাবে অনেকখানি।

* এক আরও পরিপাটি দ্বৈত ভ্যাটের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে GST হবে এক বড়ো পদক্ষেপ। নিরঙ্কুশ স্বাধীন ও পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাদির দোষত্রুটি যাবে কমে। এক অভিন্ন ভিত্তি ও হারের দরুন কর ব্যবস্থাপনায় সুবিধে হবে এবং কর আইন মেনে চলার প্রবণতা বাড়বে। আন্তররাজ্য কর সংগ্রেহের হ্যাপা সামলানোও হবে সহজ। সেই সঙ্গে ব্যতিক্রমী বিশেষ পণ্যের উপর বাড়তি উৎপাদন শুল্ক (কেন্দ্রের জন্য পেট্রোলিয়াম ও তামাক, রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম ও মদ) রাজ্যগুলির জন্য আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করবে। এমনকী এসব পণ্য GST-র তালিকাভুক্ত হলেও তার উপর কর বসাতে পারবে রাজ্যগুলি।

সম্পাদক সমীপেষু

বিদ্যুৎ উৎপাদনে দারিয়াস সাহেবের নামটি লেখা রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে

বিদ্যুৎ সবারই প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে গ্রাম বাংলায়ও আলো এসেছে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎও পৌঁছে গেছে। আর এটাই প্রতিটি মানুষ কামনা করেন। সেই কামনা পূরণে সরকার যে ভূমিকাটা পালন করেছে। বিগত পাঁচ বছর আমরা তার জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট না করে। তার চেয়ে নমস্কার জানানোটাই শ্রেয় মনে করি। এখানে প্রতিটি মানুষ আজ বিদ্যুৎ সমস্যা থেকে অনেকখানি রেহাই পেয়েছেন। এই সত্যটাকে স্বীকার করে নিতে মনে হয় না কোনও দ্বিধা বোধ থাকতে পারে না। আর ভালটাকে ভাল বলার মত ভাল পরিচয় দেওয়াটাও। একটা ভাল মনের পরিচয়, সেটাকেও তুলে ধরতে হয়। এই পরিচয়টাও খুব প্রয়োজন থাকে। এই বিদ্যুতের আলো মানুষ প্রথমবার জ্বেলেছিল ১৭ এপ্রিল ১৮৯৯ সালে। কলকাতায় প্রথমবার সুইচ টিপে আলো জ্বলতে দেখেছিল। তার আগে গ্যাসের আলো ও প্রদীপের আলো একমাত্র ভরসা ছিল। সেই গ্যাসের আলো থেকে। বিদ্যুতের আলোর পরিচয় পেয়েছিল, কলকাতার মানুষ। আর এই বিদ্যুৎ সেদিন এনেছিল ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন। আর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছিল। ৫ নং ইসামবাগ লেনে। তারপর এই বিদ্যুতের চাহিদা বাড়তেই । আলিপুর, হাওড়া, ও উল্টেডাঙ্গায় নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র খুলতে হল। ১৯১২ সালে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার স্যার এডোয়ার্ড কেনেডির পরামর্শে তৈরি হল কলকাতায় প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রখানি এছাড়া ১৯২৬ সালে মেটিয়াব্রুজে তৈরি করা হল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৯৩১ সালে হাওড়া ও কলকাতায় বিদ্যুৎ সংযোগ করা হল গঙ্গার তলায় সুরঙ্গ করে।

১৯২৫ সালে ফ্রান্সের বিজ্ঞানী দারিয়াস এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন। এই বিজ্ঞানের নামানুসারে বায়ুকলটির নাম রাখা হয় দারিয়াস ক্যাল অ্যাক্সিসরোটর। এই বায়ু কলটার সমস্যা থেকে অনেকখানি রেহাই পেয়েছেন। এই সত্যটাকে স্বীকার করে নিতে মনে হয় না কোনও দ্বিধা বোধ থাকতে পারে না। আর ভালটাকে ভাল বলার মত ভাল পরিচয় দেওয়াটাও। একটা ভাল মনের পরিচয়, সেটাকেও তুলে ধরতে হয়। এই পরিচয়টাও খুব প্রয়োজন থাকে। এই বিদ্যুতের আলো মানুষ প্রথমবার জ্বেলেছিল ১৭ এপ্রিল ১৮৯৯ সালে। কলকাতায় প্রথমবার সুইচ টিপে আলো জ্বলতে দেখেছিল। তার আগে গ্যাসের আলো ও প্রদীপের আলো একমাত্র ভরসা ছিল। সেই গ্যাসের আলো থেকে। বিদ্যুতের আলোর পরিচয় পেয়েছিল, কলকাতার মানুষ। আর এই বিদ্যুৎ সেদিন এনেছিল ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন। আর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছিল। ৫ নং ইসামবাগ লেনে। তারপর এই বিদ্যুতের চাহিদা বাড়তেই । আলিপুর, হাওড়া, ও উল্টেডাঙ্গায় নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র খুলতে হল। ১৯১২ সালে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার স্যার এডোয়ার্ড কেনেডির পরামর্শে তৈরি হল কলকাতায় প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রখানি

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়। .....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি- ৭১২৬০১
ফোন - ০৩২১১ - ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি- ৭১২৬০১
ফোন - ০৩২১১ - ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়